প্রথম আলো

তারিখ ... 12 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

কী শিক্ষা দেবেন এ দুর্বৃত্ত শিক্ষকরা?

চট্টগ্রামে দুই মাসে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির শিকার ১০ ছাত্রী

■ শৈবাল আচার্য্য, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক ঘটছে ছাত্রী ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা। মাত্র দুই মাসে অন্তত ১০টি এমন ঘটনা ঘটেছে। ফলে অভিভাবকতুল্য শিক্ষকের কাছেই এখন অনিরাপদবোধ করছে শিক্ষার্থীরা। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন অভিভাবক ও শিক্ষাবিদরা। তারা বলছেন, শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের থেকেও নিরাপদবোধ করছে না শিক্ষার্থীরা। এ সমস্যা রোধ করতে জড়িতদের কেবল শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনলে হবে না; কঠোর শাস্তিও নিশ্চিত করতে হবে। মামলায় গ্রেফতারের পর জামিনে বের হয়ে গেলে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

পপুলেশন কাউন্সিলের এক গবেষণায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে। গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশের ৭৬ শতাংশ কিশোরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বাইরে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী সমকালকে বলেন, প্রকৃত অর্থে যারা শিক্ষক নয় তারাই এ ধরনের অপকর্ম করছে। এদের ন্যূনতম কোনো শিক্ষকতা ও নৈতিকতার যোগ্যতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুলে অনৈতিক পন্থায় শিক্ষক নিয়োগ পাওয়া অনেকাংশে এর জন্য দায়ী। এজন্য কঠোর, আদর্শ ও ভালো শিক্ষকের মাধ্যমে গঠিত বোর্ডের মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে। যারা শিক্ষক হয়ে যাবেন, তাদেরও শিক্ষকতা পেশা নিয়ে বাধ্যতামূলক ট্রেনিং দিতে হবে। শিক্ষকের হাতে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা নারীদের অন্ধকারে ও পিছিয়ে রাখতে এক প্রকার ষড়যন্ত্রও হতে পারে বলে মনে করেন এই শিক্ষাবিদ।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাহেদা ইসলাম বলেন, শিক্ষকের হাতে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। নামধারী কিছু শিক্ষকই এমন অপকর্মে লিপ্ত। যেকোনো মূল্যে এসব শিক্ষককে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। তারা পার পেয়ে গেলে ভবিষ্যতে সবাইকে এর মূল্য দিতে হবে। ভেঙে পড়বে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও।

প্রধান শিক্ষক আবুল হাশেম

প্রধান শিক্ষক মাহবুব আলী

দপ্তরি আপন চন্দ্র মালী

১০ এপ্রিল চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানথানাবাদ ইউনিয়নের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়। পরে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক মাহবুব আলীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এ ঘটনার পর ওই ছাত্রী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ছাত্রীর পরিবার বর্তমানে আতঙ্কে রয়েছে। কেননা প্রধান শিক্ষকের পরিবার এলাকায় প্রভাবশালী। খোদ স্কুলের সভাপতি তার ভাই। প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ছাত্রীর পরিবারকে মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে তারা। এর আগেও মাহবুব আলীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছিল আরেক ছাত্রী।

২ এপ্রিল কর্ণফুলীর পশ্চিম চরপাথরঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হাশেমের হাতে যৌন হয়রানির শিকার হয় তিন ছাত্রী। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে আসামি করে থানায় মামলা করেন এক অভিভাবক।

এজাহারে উল্লেখ করা হয়, নিয়মিত প্রাইভেট পড়ার একপর্যায়ে আর পড়তে যেতে না চাইলে মেয়েটি তার মাকে শিক্ষকের যৌন হয়রানির কথা জানায়। ভুক্তভোগী এক ছাত্রী জানায়, স্কুলের কোচিং কক্ষে টানা কয়েকদিন ধরেই যৌন হয়রানির শিকার হয় সে। পরে সে বিষয়টি তার পরিবারকে জানায়।

ছাত্রীর অভিভাবক বলেন, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে কোচিং করানোর নামে কয়েক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি করে আসছিল। লজ্জায় মেয়েরা এতদিন চুপ ছিল। এসব ঘটনায় তারা ভীষণ উদ্বেগে রয়েছেন।

১১ মার্চ হাটহাজারীর কাটিরহাট আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ধর্ষণের পর সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেয় দপ্তরি আপন চন্দ্র মালী। পরে তাকে আটক করে পুলিশে দেয় এলাকাবাসী। স্কুলের কয়েক অভিভাবক সমকালকে বলেন, এ ঘটনার পর মেয়েরা স্কুলে যেতে অনীহা প্রকাশ করছে।